আমরা আধুনিক হয়েছি। আমাদের জীবনে জটিলতা বেড়েছে। সেই জটিলতা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। অব্যক্ত সত্তাকে আরও বেশি করে অনুভব করার জন্য মানুষ সাধনা করেছে, পুজো করেছে, তপস্যা করেছে। প্রাচীনকালের ঋষিরাও এই প্রাণ শক্তিকেই বিকশিত করেছেন। একই কাজ করেছেন বুদ্ধদেবও। জীবশক্তিকেই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করেছেন। শোনা যায়, আজও তিব্বতের বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠে বুদ্ধ কথিত বা প্রবর্তিত এমন কিছু পবিত্র, রহস্যময় ও গুপ্তবিদ্যার প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে নানা রোগ ও সমস্যার সঠিক নির্ধারণ সম্ভব হয়। রেইকি এমনই এক বিধি, যা দিয়ে বিভিন্ন রোগের উপচার ও জীবনের জটিলতম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। এই শক্তির মধ্যে আছে অনেক গূঢ় তত্ত্ব। রেইকি পুরোপুরি মনোবিজ্ঞান নির্ভর

সোনার হরিণ চাই। অসম্ভবের পিছনে ছুটছি আমরা। একসময় দাঁড়িয়ে পড়ছি কোমরে হাত দিয়ে। ততদিনে হারিয়ে গিয়েছে আমাদের নিজস্ব অনুভবের জগৎ। পার্থিব ভোগসুখের উপকরণ খুঁজতে গিয়ে হতাশার ঘুণপোকা কুরে কুরে খাচ্ছে। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা কেড়ে নিচ্ছে রাতের ঘুম। অথচ আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনন্ত সম্ভাবনা। সেই উপলব্ধি এলেই মনোজগৎ আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। কর্মব্যস্ত জীবন থেকে খানিকটা সময় বাঁচিয়ে মেডিটেশন করতে পারলে মনের সহনশীলতা বাড়ে। কেউ কেউ বলেন, নিয়মিত রেইকি অনুশীলনেও নাকি নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পৌঁছে যাওয়া যায় অসীমের কাছাকাছি। যোগাভ্যাস বা মেডিটেশন কী সেটা আমরা কমবেশি জানি। কিন্তু হালফিল কানে আসা 'রেইকি' নিয়ে আমাদের স্পষ্ট ধ্যানধারণা নেই। এই চমকপ্রদ বিষয়টির ওপর আলো ফেলাই এই লেখাটির উদ্দেশ্য।

রেইকি কী

'রেইকি' একটি জাপানি কথা। 'রে' ও 'কি' এই দুটি শব্দ নিয়ে তৈরি। জাপানি ভাষায় 'রে' শব্দের মানে হল সার্বভৌমিকতা। এর গূঢ় অর্থ হল আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা এবং 'কি' শব্দের অর্থ হল জীবন শক্তি বা জৈব শক্তি। সহজ করে বললে রেইকি হল আধ্যাত্মিক স্পর্শ চিকিৎসা বিধি। আধ্যাত্মিক ভাবনা, শরীরের জ্ঞান, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাস হল এই পদ্ধতির মূল কথা। এর আবিষ্কার করেছিলেন ডক্টর মিকাও উসুই, যিনি জন্মসূত্রে ছিলেন একজন জাপানি। প্রাচীনকালে জাপানে আধ্যাত্মিক স্পর্শ চিকিৎসার প্রচলন ছিল। কালের নিয়মে তা একসময় হারিয়ে যায়। ডক্টর উসুইয়ের সৌজন্যে তা আবার জনসমক্ষে ফিরে আসে। এখন সারা পৃথিবীতেই রেইকি নিয়ে চর্চা চলছে।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের 'ঔষধি-বুদ্ধ' নামে উপচার মার্গের একটি সূত্রের উপর আধারিত এই বৌদ্ধ চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রাচীন এক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই বিশেষ সূত্রের উল্লেখ ডক্টর উসুই এর পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু রেইকি চিকিৎসার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের তেমন কোনও মিল নেই। বুদ্ধদেব কোথাও শিব বা শক্তির ব্যাখ্যা করেননি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নীরব। তিনি বলতেন, অসহায় পাখি তিরবিদ্ধ হলে মানুষের প্রথম কর্তব্য সেই তিরটিকে তুলে পাখিটির প্রাণ রক্ষা করা। কে কতদূর থেকে শর নিক্ষেপ করেছে সেই ভাবনা অনেক পরের।

ডক্টর উসুই বলেছেন যে, রেইকি হল এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ যা মানুষের হাত ও করতলের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। যা যে কোনও রোগকেই দূর করতে সক্ষম। ঠিক এই জায়গাতে এসেই আধ্যাত্মিক ভাবনার জন্ম। হাজার বছর আগে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা এই পদ্ধতিতেই মানুষের রোগ নিরাময় করেছেন। শুধু তাই নয়, দূরে থাকা রোগীকেও তাঁরা শুশ্রূষা দিয়েছেন। ম্যাজিক মনে হলেও এ হল আধ্যাত্মিক শক্তি। এই তরঙ্গ রোগীর সূক্ষ্ম শরীরের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বৌদ্ধ দর্শন ও রেইকি

বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেননি। কিন্তু রেইকি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বলা হয় শিব ও শক্তির মিলন থেকেই উৎপত্তি হয় রেইকি শক্তির। এর সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের বিশেষ সম্পর্ক নেই। রেইকির চিহ্ন, শিব ও শক্তির বিবরণ এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শরীরের চক্রের ব্যাখ্যা শক্তিতন্ত্রেরই ব্যাখ্যা। বৌদ্ধ সাধুদের কারও কারও গূঢ় সাধনার প্রতি আকর্ষণ জন্মানোর ফলে তাঁরা শাক্ততন্ত্রের অনেক বিধির প্রতি প্রভাবিত হন। ডক্টর উসুই এই বিদ্যা অর্জন করেছিলেন সম্ভবত কোনও বৌদ্ধ সাধকের কাছ থেকে। কিন্তু সাধন মার্গের কোনও সাধকের সঙ্গে জাগতিক বা সাংসারিক বিষয় আশয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। ডক্টর উসুই এই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়েছিলেন জাগতিক প্রয়োজনে, রোগ নিরাময়ের কাজে। তাঁকেই এর পুরোধা বলে প্রচার করা হয়।

মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রোগব্যাধির জন্ম। রোগকে দূর করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যেই থাকে। মানুষ যখন সুস্থ থাকতে চায় তখন বাইরের উপচার তাকে সুস্থ ও নীরোগ থাকতে সাহায্য করে। আবার রোগী যদি নীরোগ হয়ে ওঠার চেষ্টা না করে তাকে সুস্থ করে তোলা চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, রোগ নিরাময়ে ইচ্ছাশক্তির গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা আছে।

আমরা আধুনিক হয়েছি। আমাদের জীবনে জটিলতা বেড়েছে। সেই জটিলতা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। অব্যক্ত সত্তাকে আরও বেশি করে অনুভব করার জন্য মানুষ সাধনা করেছে, পুজো করেছে, তপস্যা করেছে। প্রাচীনকালের ঋষিরাও এই প্রাণ শক্তিকেই বিকশিত করেছেন। একই কাজ করেছেন বুদ্ধদেবও। জীবশক্তিকেই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করেছেন। শোনা যায়, আজও তিব্বতের বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠে বুদ্ধ কথিত বা প্রবর্তিত এমন কিছু পবিত্র, রহস্যময় ও গুপ্তবিদ্যার প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে নানা রোগ ও সমস্যার সঠিক নির্ধারণ সম্ভব হয়।

রেইকি এমনই এক বিধি, যা দিয়ে বিভিন্ন রোগের উপচার ও জীবনের জটিলতম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। এই শক্তির মধ্যে আছে অনেক গূঢ় তত্ত্ব। রেইকি পুরোপুরি মনোবিজ্ঞান নির্ভর। মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে রেইকি চিকিৎসা করতে হয়। রেইকি প্রশিক্ষকরা তাঁদের পূর্বসূরি বা গ্র্যান্ডমাস্টারের কাছ থেকে বিশেষ ধরনের শক্তি হস্তান্তর পদ্ধতি শিখে নেন। মনের ইচ্ছাশক্তিকে বৃদ্ধি করে তাকে অন্যের দেহে সমাবিষ্ট করে তাঁকে সুস্থ করে তোলাই হল রেইকির কাজ।

ডক্টর মিকাও উসুই

৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০২ সালে জন্ম। ১১ অক্টোবর, ১৮৮৩ সালে মহাপ্রয়াণ। কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন খ্রিস্টধর্ম নেওয়া এই আদর্শবান মানুষটি। একদিন বাইকেল পড়ানোর সময় জনৈক ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করেন, যিশু যেভাবে হাতের স্পর্শ দিয়ে রোগীর রোগ নিরাময় করতেন তা কি সত্যি?আপনিও কি পারেন আমাদের এই বিদ্যা শেখাতে যাতে আমরাও রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে তুলতে পারি? ডক্টর উসুই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর অজ্ঞানতার কথা স্বীকার করে নেন। কিন্তু ছাত্রটির এই প্রশ্ন তাঁর মধ্যে আলোড়ন তুলে দেয়।

পরদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্তফা দিয়ে ডক্টর উসুই বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যিশু ও খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত বই তিনি পড়ে ফেলেন। কিন্তু সেই বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান তিনি পেলেন না। তখন তাঁর মনে হল খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোথাও একটা সাযুজ্য আছে। কারণ ভগবান বুদ্ধও বৃদ্ধ ও রোগীদের নিরাময় করে তোলার অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। এই ভাবনা থেকে বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান জাপানেই তিনি ফিরে আসেন। জাপানে ফিরে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। এ ভাবেই জেন মঠে এক প্রবীণ বৌদ্ধ ধর্মাচার্যের তাঁর দেখা হয়। সেই সন্ন্যাসী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, ভগবান বুদ্ধ যে অদ্ভুত ক্ষমতার প্রয়োগ করেছেন তা সত্য। আজও তার প্রয়োগ নিশ্চয়ই করা সম্ভব। ধৈর্য হারিও না। তুমি অনুসন্ধান চালিয়ে যাও।

নতুন করে পথে নামেন ডক্টর উসুই। এ ভাবেই একদিন উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এসে পড়লেন তিনি। এই অলৌকিক

The world is not only queerer than we imagine, it is queerer than we can imagine.
--- JBS Haldane

মানুষ সুস্থ থাকতে চাইলে বাইরের উপচার তাকে সুস্থ ও নীরোগ থাকতে সাহায্য করে। রোগী যদি নীরোগ হয়ে ওঠার চেষ্টা না করে তাকে সুস্থ করে তোলা চিকিৎসকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, রোগ নিরাময়ে ইচ্ছাশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে